ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পন্ন হয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিষয়ক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো, ইউনিসেফ এবং আইএলও বাংলাদেশের নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের ব্যাপারে গত বৃহস্পতিবার মতামত দিয়েছে। আজ রোববার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে ইউজিসি'র উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল মতবিনিময় করবেন। আগামীকাল সোমবার বিকেলে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির অন্যতম একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইনকিলাবকে বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বৈষম্য দূর করতে আমরা শিক্ষানীতিতে সুপারিশ করেছি। দেশে বিদ্যমান ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার কারণে স্কুল ও মাদ্রাসা মিলিয়ে ১১ ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব কয়টি ধারার মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য নিয়ে আসা হবে। বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্য-প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সকল ধারার সাথে সমন্বিত করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে কমিটির ওই সদস্য বলেন, খসড়া প্রতিবেদনে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে সকল শিক্ষাধারার সাথে সমন্বিত করা হবে। সব ধারার প্রতিষ্ঠানের সব বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা শিক্ষা নীতিতে থাকবে। তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূর করে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়নে সকল ধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, যদি কারিগরি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার রূপ দেয়া হয় তাহলে কারিগরি শিক্ষার কি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় থাকবে? তিনি জানান, প্রথমবারের মতো প্রাথমিক স্তরে 'বাংলাদেশ পরিচিতি' বা 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' নামে নতুন বিষয় চালু করার জন্য খসড়া প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরে সরকারি কর্ম কমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত 'শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন' গঠন করে তার আওতায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক প্রতি বছর নিয়োগ করা হবে। নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের কাজে যোগদানের আগে মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হবে। এতে আরও বলা হয়, স্কুল পর্যায়ে আগামী ৬ থেকে ৭ বছরের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩০। শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য যথাযথ অনুমোদনসাপেক্ষে ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে, তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

ড. খলীকুজ্জমান আহমদ ইনকিলাবকে বলেন, পুরো শিক্ষানীতি প্রণয়নে আমরা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণের হাত থেকে বের করে আনা। কেননা, শিক্ষা কোন 'পণ্য' নয়, শিক্ষা অধিকার-মানবাধিকার। প্রাথমিক স্তরে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির যেমন সাধারণ, কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বকীয়তা বজায় থাকবে। তবে সব পদ্ধতির সবাইকেই বেশকিছু নির্ধারিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের আবশ্যিকভাবে পাঠদান করতে হবে। এসব বিষয় হলো- বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান, নতুনভাবে চালু হতে যাওয়া বাংলাদেশ স্টাডিজ ও পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ। শিক্ষকরা ছাত্রদের সবাইকেই বাধ্যতামূলকভাবে এসব বই পড়িয়ে এরপর নিজস্ব কারিকুলামের অন্যান্য বই পড়াতে হবে। আর 'ইংরেজি' তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়াতে হবে। তবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাইলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেও তা পড়াতে পারবে। তিনি জানান, ধাপে ধাপে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হতে পারে। প্রতিবেদনে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কৌশল এবং অর্থায়নের ব্যাপারেও বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা থাকবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত রাখতে শিক্ষা নীতিতে সুপারিশ রয়েছে। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা যেন নিজ মাতৃভাষাতেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য সরকারের পদক্ষেপ নেয়ার জন্যও নির্দেশনা আছে। বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে, যেসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী-বিদেশী এনজিও, সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষাখাত থেকে বরাদ্দ দেয়া চলবে না। অধিক হারে বেতন আদায়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বেতন আদায়ের নীতিমালা তৈরী করতে হবে। চাঁদা আদায়ের বিষয়টিও নীতিমালার আওতায় আনতে হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

বর্তমানে দেশে ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষাকে ধাপে ধাপে আট বছর মেয়াদী করার সুপারিশ করতে যাচ্ছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে প্রাথমিক শিক্ষা। এতে ইংরেজি এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী শেষে আন্তঃজেলা পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অপরদিকে, মাধ্যমিক স্তর বর্তমান পদ্ধতির মতো দশম শ্রেণীতে শেষ না হয়ে, তা শেষ হবে দ্বাদশ শ্রেণীতে গিয়ে। 'মাধ্যমিক পরীক্ষা' বা এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হবে দ্বাদশ শ্রেণী শেষ হলে। দশম শ্রেণীর পর এসএসসি পরীক্ষা নয়, হবে বৃত্তি পরীক্ষা। বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হলেও এর মাঝে তিনটি ভাগ রয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন

শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা প্রস্তাবিত তথ্য-প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাউন্সিল বিষয়গুলোর শিক্ষার্থীর দক্ষতা মূল্যায়ন করবে। আর ধর্মীয় শিক্ষার মূল্যায়ন করবে মাদ্রাসা বোর্ড। সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ রাখা হবে। গাজীপুরের মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের দেয়া হবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই প্রণয়ন, পরীক্ষা নেয়া, সনদ দেয়া ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য মাদ্রাসা বোর্ড পুনর্গঠনের কথাও রয়েছে খসড়ায়।

টিউশনি ও কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণ

খসড়া প্রতিবেদনের ২৭নং অধ্যায়ের ৫নং ধারায় বলা হয়েছে-শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতার অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনির ব্যবস্থা ও কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। তা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ দ্রুত গ্রহণ করা হবে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত নন এমন কোন ব্যক্তি যদি কোচিং সেন্টার চালাতে চান তা পারবেন। তবে তা যথাযথ মানসম্পন্ন হতে হবে এবং তা চালু করার/রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। প্রতিবেদনের সুপারিশে আরও বলা হয়েছে, যে কোন স্থানে পাঁচ বা ততোধিক শিক্ষার্থীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার যে কোন স্তরের যে কোন বিষয়ে পাঠদান করা হলে তার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে।

নারী শিক্ষা

দেশে নারী শিক্ষার হার বাড়াতে শিক্ষা নীতির খসড়ায় ১৩টি কৌশল গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। নারীদের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য গরীব ও মেধাবী ছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা ও স্বল্প সুদে ব্যাংকিং ঋণের ব্যবস্থা করার ব্যাপারেও জোর দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে মেয়েদের বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল, মেডিক্যাল, আইন, ব্যবসায়সহ পেশাদারি শিক্ষায় পড়তে উৎসাহিত করার জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ক সব নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং নারীর প্রতি সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের জন্য নারীদের ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচিতে আনা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে, নারী শিক্ষার ১৩টি কৌশলের মধ্যে বাজেটে নারী শিক্ষাখাতে নির্দিষ্ট বরাদ্দ দেয়া, নারী শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করাসহ বেসরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়নকে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগেই ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগের হার কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া এবং ঝরে পড়া ছাত্রীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা, ছাত্রীদের জন্য খণ্ডকালীন বৃত্তিমূলক শিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে খসড়ায়। একই সঙ্গে আরো বেশী মেয়েকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা ও তাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত, স্বাধীনতার পর দেশে ৭টি শিক্ষা কমিশন গঠন ও নীতি প্রণীত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো কমিশনের সুপারিশ বা কোনো নীতিই পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। নানা সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর সরকার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে ২০০০ সালে প্রণীত ড. শামসুল হক শিক্ষা নীতিকে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়। চলতি বছরের ৬ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের শিক্ষানীতি কমিটি গঠন করে। দেশের এই দশম শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে কো-চেয়ারম্যান অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সদস্য সচিব নায়েমের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) শেখ একরামুল কবীর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর সাদেকা হালিম, ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ড. ফকরুল আলম, শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. আতিয়ার রহমান খান, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলীপ চন্দ্র সূত্রধর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শাহীন কবির, ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, শিক্ষক নেতা প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমদ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল মাওলানা প্রফেসর এইচএম সিদ্দিকুর রহমান, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোঃ নিজাম উদ্দিন আহমদ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবু হাফিজ এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রিন্সিপাল এমএ আউয়াল সিদ্দিকী। এই কমিটিই খসড়া নীতিমালা করেছে। বর্তমান সরকারের একান্ত আগ্রহে আট বছর পর দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণীত হতে চলেছে।